শিশু সংগঠন অংকুরের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ইফতার বিতরণ

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে এবং সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে শিশু সংগঠন অংকুরের আয়োজনে ১৮ রোমজান বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে এক ব্যাতিক্রম ধর্মী ইফতার বিতরণের করে শিশু সংগঠন অংকুর।

এলাকার পথচারী সহ সড়ক দিয়ে বিভিন্ন চলাচল রত পথচারী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে এ ইফতার বিতরণের ব্যবস্থা করেছে তারা।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতারের বিতরণ করছে শিশু সংগঠন অংকুর।করোনা মহামারীতে অসহায় মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শিশু সংগঠন অংকুর সকল সদস্যদের উদ্যেগে গরিব অসহায় দিন মুজুরদের মাঝে ইফতার বিতরণ করে চলেছে শিশু সংগঠন অংকুর।

শিশু সংগঠন অংকুরের সদস্যরা বলেন এই ইফতার বিতরণ চলবে ১০ দিন ব্যাপি।

মেহেরপুরের বামনপাড়াতে আম ব্যবসায়ীর গোডাউনে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলা বামনপাড়া গ্রামে অগ্নিকান্ডে আম ব্যবসায়ীর গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সোমবার সকাল ৮ টার সময় আমের ক্যারেট বোঝাই গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ৩০ মিনিট ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

আম ব্যবসায়ী মোঃ সুরুজ আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয় – ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনে, স্যালো মেশিন, স্প্রে মেশিন, আমের ক্যারেট ছিলো যা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান, সকাল ৮ টার সময় গোডাউনের পাশে আর্বজনা ফেলার স্থান থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। এতে মুহুর্তের মধ্যে চারিপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করে।

গাংনীতে কাথুলী থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা আটক

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাগুড়ার এক প্রবাসীর বউকে তার প্রেমিকসহ আটক করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিট।
আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।
ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মাগুড়ার এক প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ লাকী খাতুন কে মিরাজ নামের এক ব্যাক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং তারা পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহন করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এর বাড়ি।
জিয়ারুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে আমার কাছে আমার বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আসেন এমত অবস্থায় আমি তার পরিবারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা জিঙ্গেস করি মিরাজ জানান তিনি আর তার স্ত্রী থাকবেন এবং বাসার মাসের ভাড়া নির্ধারন করে তাদের কে আমার বাসা ভাড়া দিই। স্থানীয়রা জানান, মিরাজ পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রী। আর তিনি এখানে এসে মিস্ত্রিকাজ করে বেড়ান। মিস্ত্রি কাজ করে বাসা ভাড়া দিয়ে থেকে কি ভাবে চলবেন নিজ বাসায় থাকায় তো ভালো স্থানীয়রা এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান বাসায় পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করে আমরা এসেছি কয়েকমাস পর আমাদের সমস্যা সমাধান হলেই চলে যাবো বলে জানান মিরাজ।
পিবিআই ইউনিটের এস আই হুমায়ুন কবির জানান, মোছাঃ লাকী খাতুন মাগুড়ার বাসিন্দা এক প্রবাসীর স্ত্রী। লাকী খাতুন কে বের করে

নিয়ে আসার অভিযোগে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিটে নারী ও শিশু নির্যান মামলা করেন তার স্বামী। যার কেস নাম্বার ৩৯/২০। পরে মামলার তদন্আতে বেরিয়ে আসে আসামি পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহন করেছেন। গাংনী ধলা এস আই জাহিদ কে সাথে নিয়ে বাড়ি আটক করি। প্রবাসির বউ সহ প্রেমিককে গ্রেপ্তার করি।

ঈদের কেনাকাটা করতে গেছেন ২৩ করোনা আক্রান্ত, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

যতই দিন যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ২২ হাজার ২৬৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩২৮ জন। আর এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৩৭৩ জন।

ইতোমধ্যে দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ।

এদিকে, এতদিন সাতক্ষীরা জেলায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু রবিবার হঠাৎ পাল্টে যায় সেখানকার করোনা পরিস্থিতির চিত্র। একসঙ্গে ২৪ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। করোনা আক্রান্তরা করেছেন ঈদের কেনাকাটাও।
১ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি ট্রাকে সাতক্ষীরার দেবহাটায় ফেরেন ২৪ জন ইটভাটা শ্রমিক। তাদের দেবহাটা খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। সেখানে ৫ মে এক যুবকের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়। এরপর বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বাকি ২৩ শ্রমিকের উপসর্গ না থাকায় ১৪ মে কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দুইদিন পর ২৩ শ্রমিকের সবার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

জানা গেছে, আক্রান্ত ২৩ শ্রমিকের মধ্যে এক পরিবারের দুই শিশু ও

তার মা-বাবার করোনা পজিটিভ এসেছে। তারা দেবহাটার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ কলেজে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের ধূলিহর এলাকায়। কোয়ারেন্টাইনমুক্ত হয়ে তারা দেবহাটা থকে সাতক্ষীরার বাড়িতে ফেরেন। আক্রান্তদের মধ্যে দেবহাটা সদর ইউনিয়নের একজন গ্রাম পুলিশও রয়েছেন। বাকি আক্রান্তদের বাড়ি দেবহাটা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে।

দেবহাটা উপজেলার বাসিন্দা মাহমুদুল হাসান শাওন গণমাধ্যমকে বলেন, কোয়ারেন্টাইন থেকে ১৪ মে মুক্তির পর এসব শ্রমিক পরিবারের জন্য ঈদের কেনাকাটা করাসহ বাজারে ঘুরেছেন। কেউ ভ্যান চালিয়েছেন। আক্রান্তরা এলাকায় চষে বেড়িয়েছেন। মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে দেবহাটা উপজেলা। হঠাৎ এ খবর পাওয়ার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

দেবহাটা থানা পুলিশের ওসি বিপ্লব কুমার সাহা গণমাধ্যমকে বলেন, ট্রাকে এসব শ্রমিক ১ মে দেবহাটায় ফেরার পর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়। তবে আমাদের না জানিয়ে তাদের কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত সবার বাড়িই লকডাউন করা হবে।

দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া আফরীন বলেন, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে করোনা আক্রান্তদের এলাকায় ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে বিষয়টি আগে কেউ প্রশাসন বা পুলিশকে জানায়নি। করোনা আক্রান্ত সবার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা পেলে করোনা ছড়িয়ে পড়া ইউনিয়নগুলোও লকডাউন করা হবে।

সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন ডা. মো. হুসাইন সাফায়াত বলেন, রবিবার বিকালে হাতে পাওয়া রিপোর্টে ২৪ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে দেবহাটা উপজেলার ২৩ জন। আর আশাশুনি উপজেলার একজন। দেবহাটা উপজেলার সবাই ইটভাটা শ্রমিক। তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। সেখানে ২৪ জন ইটভাটা শ্রমিক ছিলেন। প্রথমে একজনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়ে। এরপর বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে একত্রে থেকে একজন থেকে বাকি ২৩ জনের শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। হাঠাৎ সাতক্ষীরার করোনা পরিস্থিতির চিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। প্রয়োজনে দেবহাটা উপজেলা লকডাউন

করা হবে।

এদিকে, রবিবার বিকাল পর্যন্ত সাতক্ষীরায় করোনা শনাক্ত ছিল তিনজন। যশোরের শনাক্ত হওয়া এক স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন সাতক্ষীরায়। এছাড়া ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন একজন আক্রান্ত নারী। সব মিলিয়ে এখন সাতক্ষীরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ জন। সুস্থ হওয়া ব্যক্তি যশোরের ওই স্বাস্থ্যকর্মী। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করেতন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নমুনা পাঠাই পরীক্ষার জন্য। সে পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম

কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমেত খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করেতন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরীক্ষা করা হলে সে ে◌িরপার্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ হয়েছে।
আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ েহেয়ছন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা েহেয়ছ। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সুমি (১৯) (ছদ্মনাম) নামের এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ধর্ষক কাবিল (২২) কে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের উত্তর সাদিপুর গ্রামে ঘটেছে। ধর্ষক একই গ্রামের শাহিন উদ্দিনের ছেলে।

ধর্ষিতার স্বামী সোহেল মুল্লিকের সহযোগিতায় এ ঘটনা ঘটার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ধর্ষিতার বাবা বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১১, তাং-১৫/০৫/২০২০।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় ধর্ষক কাবিল গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তবে স্বামী সোহেলের সহযোগিতায় ঘরে প্রবেশ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মজিবুর রহমান জানান, “এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ধর্ষককে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।”

শিলাইদহের বকুলতলার শিল্পীদের পাশে দাঁড়ালেন যুবলীগ নেতা জিয়াউল ইসলাম স্বপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসা শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

গতকাল রবিবার বিকেলে কয়া ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে এসব শিল্পীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সাহয়তা তুলে দেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

তিনি বলেন, “করোনা ভাইরাস সংক্রমনে প্রায় দুই মাস কর্মহীন হয়ে পড়া কুঠিবাড়ির বকুলতলার এসব শিল্পীরা খাদ্য সংকটে ভুগছিলো। বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করেছি।”

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতি জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি। বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা এবং আজকে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের কাছে থেকে আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছি।’

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা

অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী

আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।